চরৈবেতি

অষ্টাদশ সংখ্যা, নবদশ বর্ষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

****

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

সংস্কৃত বিভাগ

চরৈবেতি

১৮তম সংখ্যা ⁕ ১৯তম বর্ষ ⁕ আগষ্ট ২০২১

“মেধাং ম ইন্দ্রো দদাতু, মেধাং দেবী সরস্বতী।”

(মেধাসূক্ত, ৩য় মন্ত্র)

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন

বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

সংস্কৃত বিভাগ

রাখী পূর্ণিমা, ১৪২৮

২২ আগষ্ট, ২০২১

প্রকাশনাঃ

সংস্কৃত বিভাগ,

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন,

বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন,

৩৩, শ্রীমা সারদা সরণি

কলকাতা – ৭০০ ০৫৫

সংস্কৃত বিভাগঃ

শ্রীমতী রুমা রায়

শ্রীমতী সাবেরী রক্ষিত

শ্রীমতী সংঘমিত্রা মুখার্জী

ব্রহ্মচারিণী প্রাচী

সম্পাদকীয়ম্

চরৈবেতি অষ্টাদশী । যা শৈশবাৎ একমেকং পাদং বিক্ষিপ্য তারুণ্যং স্পৃশতি সাঽধুনা । আপদি বিপদি অতিমারীপরিস্থিত্যাং চ অস্যাঃ পরিক্রমা অবিচলিতা – ছাত্রীণাং শিক্ষিকাণাঞ্চ সৌহার্দং পাথেয়ং কৃত্বা এবমেব স্বচ্ছন্দম্ অগ্রেসরতু পত্রিকেয়ম্ – ইয়মেব প্রার্থনা ।

সূচীপত্রম্

১। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন-দর্শন – পৃ ৯

২। করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য – পৃ ১১

৩। অহং কিং করোমি – পৃ ১৪

৪। মম প্রিয় ভাষা – পৃ ১৫

৫। মম ... বিবেকানন্দ-বিদ্যাভবনম্ – পৃ ১৫

৬। পরিবেশ-দূষণম্ – পৃ ১৬

৭। চরকসংহিতা – পৃ ১৭

৮। পরোপকারঃ – পৃ ১৮

৯। পাঠাগারস্য উপযোগিতা – পৃ ২০

১০। সংস্কৃতভাষায়াঃ মহত্ত্বম্ – পৃ ২১

১১। 'Beauty lies in the eyes of the beholder' – পৃ ২২

১২। ঋগ্বেদস্য দেবীসূক্তম্ – পৃ ২৩

১৩। জননী কালী – পৃ ২৪

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন-দর্শন

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

প্রবন্ধের নামকরণের অর্থ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবনাচিন্তা বা বলা যায় তাঁর জীবন নীতি । প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব একটি জীবনদর্শন থাকে, সে যেমনই হোক । এককথায় রামকৃষ্ণদেবের জীবন-দর্শনটি ছিল লোককল্যাণ সাধন । ভগিনী নিবেদিতা এমন মনোভাবই প্রকাশ করেছেন । প্রশ্নটি হল কোন পথে ? অবশ্যই ধর্মীয় পথে । সে পথটি কেমন ছিল ? ধর্মীয় পথ বলতেই আমাদের মনে আসে একটি মত বা পথের কথা, যাকে আমরা সাম্প্রদায়িক মনোভাব বলতে পারি । তিনি যে সময়টিতে ছিলেন, তখন আমাদের দেশে শতধা বিভক্ত ছিল ধর্মীয় ভাবগুলি । তাতে ধর্মের প্রকৃত অর্থটি যে কি, তা নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি ছিল, এবং আমাদের সমাজ সংসার পরিচালনায় যে ধর্মকে আমরা আঁকড়ে ধরেছিলাম, তা ছিল কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান, বা বলা যেতে পারে যা জ্ঞানমূলক না হয়ে ক্রিয়ামূলক হয়ে পড়েছিল । তাতে দোষ কি ছিল ? সেগুলি তো আমাদের সমাজবন্ধনকে দৃঢ় করতে সহায়তা করেছিল, একথা অস্বীকার করা যাবে না । সেগুলি কি জনকল্যাণ সাধন করতে অপারগ ছিল ? বলতে হয়, 'হাঁ, ছিল' । আমাদের 'মানব-কল্যাণ' শব্দটির প্রকৃত অর্থটিকে বুঝতে হবে । সাময়িক কিছু সুখ-সুবিধা বা সামাজিক সংস্কার সাধনকে সার্বিক উন্নতি সাধন বলা যায় না । মানুষের তো শুধু শরীর আছে, তাই নয় । তার মন আছে, বিবেক-বিচারশীলতা আছে । সেগুলিকেও মনুষ্য ধর্মের উপযোগী করে তুলতে হবে । এই ধর্মে ত্যাগ, ভালবাসা, সেবা, সততা, পবিত্রতা ও সত্যের অনুশীলন করতে হয় । তবেই মনুষ্য মনের অগ্রগতি বা উন্নতি সাধন হয় । বিবেকের স্ফুরণ হয় । বিবেকের জাগরণেই মানুষ জাগরিত থাকে । একেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন মান-হুঁস হওয়া, কিনা মানুষ হওয়া । স্বামীজী আহ্বান করেছেন আমাদের – 'এসো মানুষ হও' । কেন বলেছেন ? মানুষ তো আমরা আছিই । তবে ? না, ঐ জাগ্রত মানুষ হতে আহ্বান করেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনদর্শন বা জীবনধর্ম আমাদের ঐ দিকেই বা সত্য পথের দিশা দেখিয়েছে । ঐপথেই মানবের যথার্থ কল্যাণ ।

আমাদের শাস্ত্র বেদ, উপনিষদ, পুরাণের মধ্যে দিয়ে ঐ মহতী কল্যাণ বাণীই ঘোষিত হয়েছে – 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' – অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারাই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে, অমৃতত্ব আস্বাদন করতে সমর্থ হয় । এ কিসের ত্যাগ ? সংকীর্ণ স্বার্থ ত্যাগ । কেবলমাত্র নিজের ভোগ সুখ, বিষয় সম্পদ বৃদ্ধি, মান যশ ইত্যাদি নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকে সাধারণ মানুষ । তার থেকেই যত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ,

প্রতিযোগিতা – ইত্যাদির জন্ম হয় । মানব মনেও তার জন্য তার শুভ গুণগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন সে আর মনুষ্য পদবাচ্য থাকে না । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মালিনী' নাটকে, "ত্যাগ করো বৎসে, ত্যাগ করো, সুখ আশা দুঃখ ভয় বিষয় পিপাসা" । এটি ধর্মজীবন লাভের পথ ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বকল্যাণ গুণের আকর ঈশ্বরকে জীবনে অবলম্বন করে এই অমৃত পথটি দেখিয়ে গেছেন তাঁর স্বল্পায়তন জীবনে । ঐ দিব্য গুণগুলি ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে প্রযোগ করে বিশেষ করে এই যুগের আমাদের জন্য, যেখানে স্বামীজীর ভাষায়, 'স্বার্থ স্বার্থ সদা এই রব' । শ্রীশ্রীমা বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবার স্বাভাবিক ত্যাগ দেখাতেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন । শ্রীমায়ের মতে তিনি কোন মতলব করে সর্বধর্মসমন্বয় করেননি, সেটি তাঁর ঐ ত্যাগ ধর্মের ভিত্তির ওপরেই গড়ে উঠেছিল, যা পরমতসহিষ্ণু করে, অপরকে ভালবাসতে শেখায়, উদার হতে শেখায়, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হতে শিক্ষা দেয় । এবং এই পথেই একমাত্র লোককল্যাণ সাধন হতে পারে যা মানবকে একটি উচ্চ আদর্শরূপ ঈশ্বরকে ধরে সংকীর্ণ মানসিক বৃত্তিগুলিকে পরিহার করে, মনকে উদার করে, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সহানুভূতি ও প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার ভাবটি নিয়ে আদর্শ ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ সমাজ ও রীতি গঠনে প্রেরণা দেবে ।

*** *** ***

করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা (অধ্যক্ষা)

এক নিকষ আঁধার গ্রাস করেছে পৃথিবীকে। ঘরবন্দীত্বের যন্ত্রণা ছাপিয়ে যায় যখন অন্য কোনো দেশে মানুষের সীমাহীন অসহায়তার কথা শুনি। বিচারের বাণী যখন বিশ্ব জুড়ে কেঁদে চলেছে, তখন ভাবি, ভগবান আর কোনো দূত কি পাঠাবেন আবার? - যাঁরা বলবেন, 'ক্ষমা কর সবে, ভালোবাসো।' মনে পড়ে যায় এক একজন যুগ পুরুষের কথা যাঁরা মানবপ্রেমে এক একটা যুগকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। যাঁদের জীবন যাপনে এক একটা যুগের শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য, গোটা সমাজ গতি পেয়েছিল। আজ এরকম এক যুগ প্রবর্তককে স্মরণ করি।

কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন তার পুত্র তথাগতকে রাজ চক্রবর্তী করার জন্য নানা বিলাস ব্যসনের আয়োজন করে রেখেছিলেন। বর্ষা, হেমন্ত ও গ্রীষ্মে থাকার জন্য আলাদা তিনটি প্রাসাদ তৈরি হয়েছিল – রম্য, সুরম্য এবং শুভ। তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য প্রাসাদের বাগানে নীলপদ্ম, শ্বেতপদ্ম এবং লালপদ্মের তিনটি জলাশয় তৈরি করেছিলেন। কাশী থেকে আসত মহার্ঘ্য পরণের বস্ত্র, সুগন্ধি চন্দন। আরো বহু সুখের ব্যবস্থা ছিল কুমার সিদ্ধার্থের জীবন ঘিরে।

ষোল বছর পূর্ণ হলে পর বিলাস ব্যসনে ডুবিয়ে রাখা পুত্রকে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন শুদ্ধোদন। তাঁর কোষ্ঠি গণনা করে গণৎকাররা বলেছিলেন কিনা যে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারেন, এবং সেক্ষেত্রে তিনি এক ধর্মসাম্রাজ্য গড়ে তুলবেন। আর যদি সন্ন্যাসী না হন তাহলে রাজ চক্রবর্তী হবেন। শুদ্ধোদন তাই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন পুত্রকে ভোগমুখী করতে। কিন্তু জগতের দুঃখ দূর করতে যাঁর জন্ম, তাকে কতক্ষণই বা ভোগের শেকলে বেঁধে রাখা যায়।

একদিন সিদ্ধার্থ গেছেন নগরভ্রমণে। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো এক অতি বৃদ্ধ জরাজীর্ণ মানুষ - চলার শক্তি ফুরিয়ে গেছে- দৃষ্টি, শ্রবণক্ষমতা সবই দত্তাপহরক কেড়ে নিয়েছেন- কি কষ্টের এই বার্ধক্য, এই জরা ! পরেরদিন আর এক দৃশ্য! এক বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত মানুষ পড়ে আছে পথে, মাছি চারদিকে, যন্ত্রণায় কুঁচকে যাচ্ছে তার মুখ! তার পরের দিন আবার এক বিষন্নতা। দেখলেন এক স্তব্ধ মৃতদেহ! সিদ্ধার্থের মন বড় খারাপ হলো। তাঁর মনে হল - যত সম্পদই আমার থাকুক না কেন, জাগতিক জীবনে যত সুখীই আমি হই না কেন - এই তিন দুঃখের থেকে তো কোন মানুষ নিস্তার পাবে না। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় আছে কি? এর কিছুদিনের মধ্যেই নগরভ্রমণের

সময় আবার একটি দৃশ্য তাঁর মনকে বড় ছুঁয়ে গেল, মন ভালো হয়ে গেল। দেখলেন এক সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী চলেছেন – তাঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না জগতে কোন দুঃখ আছে। ওই প্রসন্ন হাসির উৎস তাঁর চেনা সম্পদ নয়, তবে কি আছে ওই হাসির পেছনে?

স্বামীর উন্মনা ভাব বুদ্ধিমতী গোপার চোখ এড়ায় নি। কোনো একরাতে গোপা (তার আর এক নাম ছিল বিম্বা) স্বপ্ন দেখেন যে তাঁর স্বামী সংসার ত্যাগ করছেন। প্রিয়বিচ্ছেদের আশঙ্কা কাকেই না ব্যাকুল করে – বিম্বা সিদ্ধার্থের কাছে স্বপ্নের অর্থ জানতে চান। সব থেকে প্রিয় বন্ধুটির কাছে রাজকুমার কিন্তু কিছুই গোপন করেন নি। তাঁর অনুভব অকপটে বলেছিলেন – 'আমি বুঝতে পারছি গোপা, এই দুঃখের সাগরে ভেসে যাওয়া মানুষদের উদ্ধার করার জন্যই আমার জন্ম। পৃথিবীর অনিত্য সুখভোগ আমার জন্য নয়। আমার হৃদয় যে আর মানুষের দুঃখে স্থির থাকতে পারছে না।' এই একই কথা একদিন আর এক মহামানব বলেছিলেন – 'হরিভাই আমার হৃদয়টা অনেক বড় হয়ে গেছে। তোমাদের তথাকথিত ধর্মের আমি কিছু বুঝি না'। সিদ্ধার্থ এই কথা বলতে বলতে গোপার কাছে বসে অঝোরে কাদতে লাগলেন। গোপাও ছিলেন একই রকম পরদুঃখকাতর। দীর্ঘ তেরো বছর সখীর মতন, বোনের মতন, মায়ের মতন তিনি সিদ্ধার্থের ছায়াসঙ্গিনী ছিলেন – স্বামীকে তার মতন কে বোঝে? স্বামীর যন্ত্রণা তিনি ঠিক উপলব্ধি করলেন এবং বুঝলেন – জগতের কল্যাণের জন্য এই বিরহ তাকে মেনে নিতেই হবে - স্বামীকে ছেড়ে দিতে হবে পৃথিবীর জন্য।

এক রাতে পুত্র রাহুল এবং স্ত্রী যশোধরাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে সিদ্ধার্থ চেনা ঘর ছাড়লেন। বোধহয় প্রিয়তমা স্ত্রীর মুখোমুখি হতে ভয় পেয়েছিলেন। তিনি যাত্রা করলেন এক অজানার খোঁজে।

প্রথমে এলেন ভার্গব মুনির আশ্রমে। কুমারের জিজ্ঞাসার উত্তর এখানে মিলল না। গেলেন বৈশালীর এক বিশিষ্ট ধর্মনেতা আলাড়কালামের কাছে। শিখলেন কত সাধন প্রণালী, মন ভরলো না তাতেও। আরো এগিয়ে চললেন - শ্রাবস্তীর পথে। সেখানে ছিলেন এক তপস্বী রুদ্রকরাম। সিদ্ধার্থকে উপযুক্ত অধিকারী বুঝতে পেরে নিজের সব বিদ্যা তিনি উজাড় করে দিলেন তাঁকে। সিদ্ধার্থের মনের ক্ষুধা তবুও দূর হয় না। রুদ্রকের পাঁচটি শিষ্যও গৌতম এর সাথে পথ চললো। তাঁরা গিয়ে পৌঁছালেন বোধগয়ার উরুবিল্ব গ্রামে। শুরু হল দীর্ঘ ছ বছর ধরে এক কঠোর তপস্যার অধ্যায়। ধীরে ধীরে শরীর ভেঙে যায়। একদিন শারীরিক দুর্বলতায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এক ছোট রাখাল বালক এত রোগা মানুষটিকে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকতে দেখে একটু দুধ খাইয়ে দিল, ছায়ায় এনে শুইয়ে দিল। সিদ্ধার্থ বুঝতে পারলেন যে এই কঠোরতা তাকে কোনোদিনই সিদ্ধির লক্ষ্যে নিয়ে যাবে না।

স্নান করে নিরঞ্জনা নদীর তীরে বটগাছের তলায় বসেছেন ধ্যানে। গাঁয়ের বৌ সুজাতা , নিজের মানত পূর্ণ হয়েছে বলে এসেছে নদীর তীরে, বনদেবতাকে পূজা দেবে। এই দিব্যমূর্তিকে দেখে তার মনে বড় ভক্তি হল, পায়েসের বাটি সিদ্ধার্থের সামনে রাখলেন। প্রসন্ন, কৃতজ্ঞ চোখে বধূর কল্যাণ কামনা করে

সিদ্ধার্থ সেই পায়েস গ্রহণ করলেন। এভাবে নিয়মিত সুজাতার দেওয়া আহারে তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য আবার সুস্থ হল। অবশেষে শরীরে এবং মনে যথেষ্ট বলীয়ান হয়ে সিদ্ধার্থ বসলেন ধ্যানে। একে একে অতিক্রম করে গেলেন প্রলোভনের প্রবল আঘাত, অতিক্রম করে গেলেন অন্তরের গভীরে ডুবে পথচলার একটা একটা স্তর। তারপর এক শুভমুহূর্তে, বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁর মনের সামনে থেকে সরে গেল আঁধারের পর্দা, অজ্ঞানের যবনিকা। তিনি বৈদিক ঋষির ভাষায় বললেন না – 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' – আমি সেই জ্যোতিস্বরূপ আলোয় আলোময়কে জেনেছি । বললেন, আমি প্রবুদ্ধ, আমি বুদ্ধ, আমি জেগেছি – জেনেছি দুঃখের ওপারে আনন্দের রাজ্যকে।

এবারে সেই আনন্দ বিতরণের পালা, নতুন ধর্ম জেগে উঠবে। জাগবে মানবতার ধর্ম, জেগে উঠবে করুণার ধর্ম। বুদ্ধ নেমে এলেন সাধনপীঠ থেকে। শ্মশানে পড়ে আছে সুজাতার মৃত গৃহপরিচারিকা রাধার পরিত্যক্ত কাপড়। সেই শাড়ীটি নিজের হাতে ধুয়ে নিয়ে প্রস্তুত করলেন চীবর, এবং পরিধান করলেন। দীর্ঘকাল বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যেরা শ্মশান থেকে পরনের কাপড় সংগ্রহ করতেন।

এরপর দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে বুদ্ধ তাঁর নবধর্ম প্রচার করে গেছেন – দূর-দুরান্তে। অক্লান্ত কর্মী ছিলেন তিনি। রোজ পদব্রজে বার হতেন। মুন্ডিত মস্তক, পরণে গৈরিক – এই বেশে সে সময়ে অগণিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন , নিপীড়িত মানুষের কাছে বুদ্ধ ছিলেন আশার আলো, করুণাঘন বিগ্রহ। কথিত আছে, তাঁর ব্যক্তিত্বের এমনই এক আকর্ষণী শক্তি ছিল যে তিনি যার দিকে একবার প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করতেন, সেই তাঁকে অনুসরণ না করে পারতো না।

গড়ে তুললেন বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘ। আজকের রামকৃষ্ণ সংঘের প্রেরণা এই বৌদ্ধ মঠ, বুদ্ধদেবের সেবাদর্শ।

তাঁর বয়স যখন আশী তখন কেবল সমাজে তথাকথিত অবহেলিত জাতিকেও মর্যাদা দেওয়ার জন্য চুন্দ নামে এক কর্মকারের রান্না করা অত্যন্ত গুরুপাক আহার গ্রহণ করে তিনি নিদারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে এক বৈশাখী পূর্ণিমায় মহা পরিনির্বাণে যাত্রা করেন এই অলোকসামান্য দেবতা। আমাদের চিনিয়ে দিয়ে যান মানুষকে ভালবাসার এক আলোর পথ।

*** *** ***

অহং কিং করোমি

কথা কর্মকারঃ (প্রথমবর্ষীয়া)

য়দা অহং পঠামি, য়দা অহং লিখামি

তদা অহং ন জানামি

অহং কিং করোমি ?

মম পুস্তকং বদতি

অহং স্বপিমি, কার্যং কর্তুং ন ইচ্ছামি ।

মম লেখনী বদতি –

অহং নৃত্যামি, কার্যং কর্তুং ন ইচ্ছামি ।

অহং বদামি –

অধুনা অহং কিং করোমি ?

অহং পৃচ্ছামি, য়ুবাং কিং বদথঃ ?

অহং পশ্যামি, তে বক্তুং ন ইচ্ছতঃ ।

অহং ক্রন্দামি

অহম্ আসনে উপবিশামি

অহম্ উচ্চৈঃ বদামি –

অহং কি করোমি ?

*** *** ***

মম প্রিয় ভাষা

পিয়ালী ঘোষঃ (প্রথমবর্ষীয়া)

সংস্কৃতভাষা ভারতবর্ষস্য প্রাচীনা আদিমা ভাষা । পুরা ইয়মেব অস্মাকং লোকভাষা আসীৎ । হিমালয়াৎ আরভ্য কন্যাকুমারী যাবৎ ভাষেয়ং চর্চিতা ভবতি ।

প্রায়েণ সর্বাঃ প্রাদেশিকভাষাঃ সংস্কৃভাষায়াঃ সমুৎপন্নাঃ । রামায়ণং মহাভারতং চ অনয়া ভাষয়া রচিতে । সংস্কৃতং বিনা ভারতীয়ানাং নাস্তি অন্যৎ কিমপি গৌরবাস্পদম্ । বিশ্বসাহিত্যভাণ্ডারে সংস্কৃতস্য সুধাভাণ্ডং বিতনুতে অমৃতম্ । অতঃ সংস্কৃতমবশ্যমেব শিক্ষণীয়ম্ । রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-মহাত্মগান্ধি-প্রভৃতিভিঃ ভারতীয়ৈঃ মনীষিভিঃ সংস্কৃতশিক্ষা ভূয়ো ভূয়ো নিগদিতা ।

*** *** ***

মম প্রিয়-মহাবিদ্যালয়ঃ বিবেকানন্দ-বিদ্যাভবনম্

পিয়ালী ঘোষঃ (প্রথমবর্ষীয়া)

উত্তর-চতুর্বিংশতি-পরগনা-মণ্ডলস্য একস্মিন্ প্রাচীনতমে মহাবিদ্যালয়ে পঠামি । মম মহাবিদ্যালয়স্য নাম – রামকৃষ্ণ-সারদা-মিশন-বিবেকানন্দ-বিদ্যাভবনম্ । অতীব-পবিত্রস্থানং হি অস্মাকং মহাবিদ্যালয়ঃ । অস্মাকং মহাবিদ্যালয়ঃ অস্মাকং সম্মানঃ । এষঃ মহাবিদ্যালয়ঃ এব অস্মাকং দ্বিতীয়ং গৃহম্ । অস্মাকম্ অধ্যাপিকাঃ পুত্রীবৎ অস্মাভিঃ সহ ব্যবহরন্তি । তাঃ অতীবনিষ্ঠাসহকারেণ শিক্ষা প্রদানং কুর্বন্তি । বয়মপি তাসাং মাতৃভাবেন শ্রদ্ধাং কুর্মঃ । অস্মাকং মহাবিদ্যালয়স্য পরিবেশঃ সুন্দরঃ বৃক্ষশোভিতঃ । সহপাঠিন্যঃ অপি মৈত্রীভাবাপন্নাঃ । অস্মাকং মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রীভিঃ সহ অধ্যাপিকানাং মধুরঃ সম্বন্ধঃ বিদ্যতে । শিক্ষিকাশ্চ ন কেবলং বিদ্যাং বিতরন্তি পরমস্মাকং চরিত্রগঠনায় যত্নশীলাঃ । কিন্তু পরিতাপস্য বিষয়ঃ যৎ মহাবিদ্যালয়স্য মনোরমে পরিবেশে ইদানীং বয়মনুপস্থিতাঃ । এতেন বয়ং কষ্টেন কালং য়াপয়ামঃ ।

*** *** ***

পরিবেশ-দূষণম্

অর্পিতা অধিকারী (দ্বিতীয়বর্ষীয়া)

অধুনা পরিবেশ-দূষণং প্রধানম্ আলোচ্যবিষয়ম্ । স্বার্থান্ধাঃ মনুষ্যাঃ স্বেচ্ছয়া বিবিধেন উপায়েন প্রকৃত্যাঃ পরিবেশং দূষয়ন্তি । মানবানাং জীবনায় প্রয়োজনং – বায়োঃ, জলস্য খাদ্যস্য চ । খাদ্যার্থং তে ভূমেঃ উপরি নির্ভরং কুর্বন্তি । খাদ্যং জলং বিনা জীবাঃ মানবাশ্চ দিনয়াপনং কর্তুং সমর্থাঃ । কিন্তু বায়ুং বিনা মুহূর্তকমপি জীবিতুং ন শক্নুবন্তি । বর্তমানে বায়ুঃ ক্রমশঃ নানাবিধকারণেন দূষিতঃ ভবতি । এতদ্দূষণং চতুর্বিধম্ । প্রথমতঃ বায়ুদূষণং, দ্বিতীয়তঃ জলদূষণং, তৃতীয়তঃ শব্দদূষণং, চতুর্থতঃ মৃত্তিকাদূষণমিত্যাদীনি ।

অষ্টাদশশতকে পৃথিব্যাং নানাবিধানাং শিল্পানাং প্রসারেণ বায়ুদূষণং ভবত্যেবং বৈজ্ঞানিকাঃ ক্রমশঃ ইদং বোদ্ধুং সমর্থাঃ । বিংশশতকস্য চতুর্থে শতকে সাধারণলোকাঃ দূষিতবায়ুবিষয়ে অতীবসচেতনাঃ অভবন্ । বায়ুদূষণেন মানবাঃ শ্বাসপীড়য়া আক্রান্তাঃ ভবন্তি । সুস্থাঃ জনাঃ অপি নানাবিধৈঃ রোগৈঃ আক্রান্তাঃ প্রাণিজগদপি চ ক্ষতিগ্রস্তং ভবতি ।

পরিবেশদূষণস্য অন্যতমা দিক্ জলদূষণমপি । বর্জ্যপদার্থৈঃ নদ্যাঃ জলং দূষিতং ভবতি । কৃষিকার্যে রাসায়নিকদ্রব্যাণি, কীটনাশকৌষধানি জলদূষণস্য প্রধানকারণানি । অস্মাকং পরিবেশে নানাবিধশব্দঃ অস্মাভিঃ শ্রূয়তে । য়ানবাহনেভ্যঃ আগতঃ অপস্বরঃ অস্মাকং প্রভূতং ক্ষতিসাধনং করোতি । বক্ষপীড়া, কর্ণপীড়া, ক্লান্তিঃ, অবসাদঃ চ শব্দদূষণস্য ফলম্ ।

দূষণপরিণামং চিন্তয়িত্বা শুভবুদ্ধিসম্পন্নাঃ মানবাঃ আতঙ্কিতাঃ । তথাপি তে দূষণস্য প্রতিকারে অতীবসচেষ্টাঃ । সচেতনতাবিষয়ে তে নিরন্তরং প্রচেষ্টাং কুর্বন্তি । বিদ্যালয়ানাং ছাত্রাঃ সঙ্ঘানাং চ সভ্যাঃ পঞ্চজূনদিবসং 'পরিবেশদিবস'রূপেণ পালয়ন্তি ।

বৃক্ষচ্ছেদননিষেধাজ্ঞা বর্ততে, উচ্চগ্রামশব্দোৎপাদননিয়ন্ত্রণেন দূষণরোধং কর্তুং প্রশাসনং সচেষ্টম্ । পরিবেশরক্ষার্থং মানবানামুদ্যোগঃ সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়ঃ । অন্যথা জীবধাত্রী বসুন্ধরা ব্যাধিপূর্ণা ভবিষ্যতি । পুনঃ প্রকৃতেঃ ভারসাম্যমপি বিনষ্টং ভবিষ্যতি । বয়ং সর্বে যদি বৃক্ষারোপণং, ভূমিসংরক্ষণং, জলবিশুদ্ধিকরণং, বায়ুশোধনং প্রতি উদ্যোগিনঃ ভবামঃ তর্হি সর্বথা পরিবেশ সংরক্ষণং সম্ভবতি, অস্মাকং দেহমনাংসি নীরোগাণি ভবন্তি । অতঃ পরিবেশপরিসেবা হি অস্মাকং কর্তব্যম্ ।

*** *** ***

চরকসংহিতা

ঈপ্সিতা জামানঃ (দ্বিতীয়বর্ষীয়া)

ভারতবর্ষে প্রাচীনকালাৎ আয়ুর্বেদস্য ব্যাপকানুশীলনম্ । প্রাচীনাচার্যাণাং মতসংরক্ষণায় অনেকগ্রন্থাঃ বিরচিতাঃ । সর্বাপেক্ষয়া প্রাচীনঃ শাস্ত্রবিধ্যনুসারেণ লিখিতগ্রন্থঃ ইয়ং চরকসংহিতা । উপলব্ধমানা ইয়ং সংহিতা ন কেনাপি একেন বিরচিতা । কারণং হি অস্যাঃ সংহিতায়াঃ অন্তিমে উক্তং তাবৎ –

অয়ং গ্রন্থঃ আত্রেয়মুনেঃ অন্যতমশিষ্যেণ অগ্নিবেশেন বিরচিতঃ, অপি চ চরকেণ প্রতিসংস্কৃতঃ এবঞ্চ কপিলবলস্য পুত্রেণ দৃঢবলেন পরিপূরিতঃ ইতি । চরকেণ সঙ্কলিতা ইয়ং চরকসংহিতা প্রায়ঃ ঈশবীয়প্রথমশতকে বিরচিতা । শ্রূয়তে তাবৎ ভগবতঃ বিষ্ণোঃ মৎস্যাবতারসময়ে অনন্তদেবঃ অথর্ববেদান্তর্গতমায়ুর্বেদমুপলব্ধবান্ । অয়মনন্তদেবঃ জগতঃ প্রাণিনাং রোগবশাৎ পীডাং দৃষ্ট্বা অত্যন্তকষ্টমনুভবতি স্ম । তদা এতাদৃশপীডায়াঃ দূরীকরণায় ষডঙ্গবেত্তৃমুনিপুত্ররূপেণ আবির্ভাবকারণাদেব তস্য নাম চরকঃ ইতি জাতম্ ।

চরকসংহিতায়ামষ্টস্থানানি, অপি চ ১২০ অধ্যায়াঃ, ৯২৯৫ সূত্রাণি সন্তি । চরকসংহিতায়াঃ অষ্টস্থানানি য়থা –

- সূত্রস্থানম্ – সূত্রস্থানে আয়ুর্বেদস্য লক্ষণং, প্রয়োজনং, জনানাং শারীরিকমানসিকদোষাণাং বিবরণং, রোগনিরাময়ে খনিজপ্রভৃতীনাং দ্রব্যাণাং প্রয়োগপদ্ধতিঃ ইত্যেষাং বর্ণনা সমুপলভ্যতে ।
- নিদানস্থানম্ – রোগাণাং ভেদপর্যায়লক্ষণানি প্রাপ্যন্তে ।
- বিমানস্থানম্ – কটু-অম্লাদিনামরসানাং কার্যপদ্ধতিঃ, বিবিধরোগাণাং মূলে অস্য ভূমিকা ।
- শরীরস্থানম্ – শরীরস্থানে তু মানবশরীরে বর্তমানানামঙ্গাদীনাং বিবরণং বৈশিষ্ট্যং চ দরীদৃশ্যতে ।
- ইন্দ্রিয়স্থানম্ – রোগোদ্ভবে ইন্দ্রিয়াণাং প্রভাবঃ ।
- চিকিৎসাস্থানম্ – বিবিধরোগাণাং কারণপ্রতিকারাঃ বর্ণ্যন্তে ।
- কল্পস্থানম্ – দ্রব্যগুণবিচারঃ অপি চ বনস্পতিভ্যঃ ওষধিনির্মাণপদ্ধতিঃ অত্র প্রাপ্যেতে ।
- সিদ্ধিস্থানম্ – রোগাৎ শীঘ্রমরোগস্য উপায়ঃ ওষধস্য সেব্যাসেব্যবিষয়ঃ চ বর্ণ্যেতে ।

*** *** ***

পরোপকারঃ

সুপর্ণা দে (দ্বিতীয়বর্ষীয়া)

'আত্মার্থং জীবলোকেঽস্মিন্ কো ন জীবতি মানবঃ ।

পরং পরোপকারার্থং যো জীবতি স জীবতি ।।'

পরেষামুপকারঃ পরোপকারঃ ইতি কথ্যতে । স্বার্থং পরিত্যজ্য য়দা অন্যেষাং কল্যাণং ক্রিয়তে সঃ পরোপকারঃ ইতি অভিধীয়তে । পরোপকারঃ মানবস্য উত্তমঃ গুণঃ । পরোপকারেণ জনেষু সুখশান্তিবৃদ্ধিঃ ভবতি । পরোপকারেণ হৃদয়ং পবিত্রং সরলং সরসং চ ভবতি । মহাত্মা দধীচিঃ পরোপকারায় এব স্বশরীরস্য অস্থীনি দত্ত্বা প্রাণানত্যজৎ । ন কেবলং মনুষ্যঃ অপিতু প্রকৃতিঃ অপি পরোপকারে রতা দৃশ্যতে । সংস্কৃতসাহিত্যে এবমনেকাঃ সূক্তয়ঃ বর্তন্তে ।

'পিবন্তি নদ্যঃ স্বয়মেব নাম্ভঃ, স্বয়ং ন খাদন্তি ফলানি বৃক্ষাঃ ।

নাদন্তি সস্যং খলু বারিবাহাঃ, পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ ।।'

অস্মিন্ সংসারে পরোপকারস্য অনুপমমহিমা । শরীরস্য শোভা চন্দনলেপনেন ন, অপিতু পরোপকারেণ ভবতি ।

'শ্রোত্রং শ্রুতেনৈব ন কুণ্ডলেন, দানেন পাণির্ন তু কঙ্কণেন ।

বিভাতি কায়ঃ খলু সজ্জনানাং, পরোপকারৈর্ন তু চন্দনেন ।।'

ফলভারেণ সমন্বিতাঃ বৃক্ষাঃ স্বার্থায় ন ফলন্তি, অপিতু তেষাং ফলানি অন্যেষাং কৃতে এব জায়ন্তে । উচ্যতে যৎ –

'পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষাঃ, পরোপকারায় বহন্তি নদ্যঃ ।

পরোপকারায় দুহন্তি গাবঃ, পরোপকারার্থমিদং শরীরম্ ।।'

বসুধৈব কুটুম্বকম্ – অত এব সজ্জনাঃ সর্বান্ জীবান্ সমানদৃষ্ট্যা পশ্যন্তি । তে মনসা বাচা কর্মণা দরিদ্রাণাং দুঃখিতানাং চ দুঃখহরণং সম্পাদয়ন্তি । সমাজে রাষ্ট্রে চ পরোপকারস্য ভাবনা অত্যুপযোগিনী । অস্য গুণস্য গ্রহণেন এব মনুষ্যে সমাজসেবায়াঃ ভাবনা, দেশপ্রেমভাবনা, দেশভক্তিভাবনা, পরদুঃখকাতরতা, সহানুভূতিগুণস্য চ সত্তা ভবন্তি । পরোপকারেণ পরিপূর্ণাঃ জনাঃ দীনেভ্যো দানং দদাতি, নির্ধনেভ্যঃ ধনং, বস্ত্রহীনেভ্যো বস্ত্রং,

পিপাসুভ্যো জলং, বুভুক্ষিতেভ্যোঽন্নম্, অশিক্ষিতেভ্যশ্চ শিক্ষাম্ । তে স্বীয়ং দুঃখং ন গণয়ন্তি, পরং পরোপকারেণ এব প্রসন্না ভবন্তি । আত্মার্থং তু লোকে প্রত্যেকো নরো জীবতি, কিন্তু তস্যৈব জীবনং শ্লাঘ্যং যঃ পরার্থং জীবতি ।

যদি বয়মেকমপি নিরক্ষরং সাক্ষরং কুর্মঃ, তদা এষঃ সর্বশ্রেষ্ঠঃ পরোপকারঃ । অদ্যত্বে তু কস্যাপি কৃতে নেত্রদানং, কস্যাপি কৃতে বৃক্কস্য বা দানং সর্বমনোহরঃ লাভপ্রদঃ পরোপকারঃ । স্বশরীরস্য হানিং ন কৃত্বা বয়ং রক্তদানেন কস্যাপি প্রাণানাং রক্ষাং কর্তুং শক্নুমঃ । অতঃ অস্মাভিঃ অপি সদা পরোপকারঃ করণীয়ঃ । তস্য মানবস্য জীবনং ধিক্ যঃ পরোপকারং ন করোতি । বর্তমানে কালেঽপি ভারতবর্ষে পরোপকারস্য সুপ্রথিতানি নিদর্শনানি । অনেন এব জগতঃ অভ্যুদয়ঃ । শান্তিঃ সুখং চ বর্ধেতে । অত এব ভগবতঃ বেদব্যাসস্য বিষয়ে মহাভারতে কথ্যতে যৎ –

‘অষ্টাদশপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্ ।

পরোপকারঃ পুণ্যায়, পাপায় পরপীডনম্ ।।’

*** *** ***

পাঠাগারস্য উপযোগিতা

অনন্যা ভট্টাচার্যঃ (তৃতীয়বর্ষীয়া)

পাঠাগারং হি জ্ঞানাগারম্ । গ্রন্থঃ হি অস্মাকং শাশ্বতঃ বন্ধুঃ । পরন্তু বয়ং বিবিধান্ গ্রন্থান্ ক্রেতুমসমর্থাঃ । অতঃ গ্রন্থাগারস্য উপযোগিতা । পাঠাগারে বিবিধাঃ গ্রন্থাঃ, পত্র-পত্রিকাঃ চ সন্তি । তত্র গত্বা ছাত্রাঃ জ্ঞানং লভন্তে । শিক্ষাবিস্তারে অপি অস্য উপযোগিতা অস্তি । অধুনা পাঠকার্থং গ্রামেষু, জনপদেষু, সঙ্ঘেষু চ বহূনি গ্রন্থাগারাণি স্থাপ্যন্তে ।

অস্মাকং মহাবিদ্যালয়ে অপি একং বিশালং গ্রন্থাগারমস্তি । ইদমেব জ্ঞানস্য আকরম্ । অত্র গ্রন্থানাং স্নাতকস্তরানুসারেণ বিষয়ভিত্তিকবিভাগঃ ক্রিয়তে । অতঃ গ্রন্থচয়নে ন কাপি সমস্যা । বয়মেভিঃ গ্রন্থৈঃ প্রভূতমুপকৃতাঃ ।

অপি চ অত্র বহুগোয়েন্দাকথাঃ, সরসরচনানি, উপন্যাসাঃ, নাটকানি প্রভৃতীনি সন্তি । এতেন অস্মাকং কালঃ মনোরঞ্জনেন অতিবাহিতঃ । অত্র অনেকাঃ পত্র-পত্রিকাঃ সংবাদপত্রাণি অপি সন্তি । এতেন বয়ং দেশ-বিদেশস্য সকলসংবাদান্ জ্ঞাতুং শক্নুমঃ । ইদং গ্রন্থাগারমস্মাকং সম্পৎ ।

*** *** ***

সংস্কৃতভাষায়াঃ মহত্ত্বম্

মৃন্ময়ী বেরা (তৃতীয়বর্ষীয়া)

ভাষা অস্মাকং মনসঃ ভাবস্ফুটনায় ব্যবহ্রিয়তে । অমরকোশে ভাষাস্বরূপমুচ্যতে যৎ –

ব্রাহ্মী তু ভারতী ভাষা গীর্বাগ্বাণী সরস্বতী । ব্যাহার উক্তির্লপিতং ভাষিতং বচনং বচঃ ।।

সংস্কৃতভাষা অখিলবিশ্বস্য বাঙ্ময়েষু প্রাচীনতমা ভাষা বিদ্যতে । প্রাচীনৈঃ ঋষিভির্মুনিভিশ্চ ভাষাগতদোষপরিষ্কারেণ অপশব্দাদিদোষবারণেন যা পরিষ্কৃতা ভাষা ব্যবহারভূমিমানীতা সৈব সংস্কৃতভাষা ইতি নাম্না সম্বোধ্যতে । অত এব দণ্ডিনা উক্তং – 'সংস্কৃতং নাম দৈবী বাগনবাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ' ইতি । সেয়ং ভাষা ভারতীয়ানাং প্রাণরূপিণী সৎপথপ্রদর্শিনী আচারবিচারপ্রদর্শিনী কর্তব্যাকর্তব্যবোধিনী চ ।

ভারতবর্ষস্য সমস্তমপি প্রাচীনং বাঙ্ময়ং সংস্কৃতভাষামাশ্রিত্যৈব বিরাজতে । নিখিলমপি বৈদিকং বাঙ্ময়ং, রামায়ণং, মহাভারতং, পুরাণাদিস্মৃতিশাস্ত্রাণি, দর্শনানি, কাব্যানি, মহাকাব্যানি, নাটকানি, গদ্যকাব্যানি, গীতিকাব্যানি, আখ্যানসাহিত্যং, নীতিগ্রন্থাদয়শ্চ সংস্কৃতভাষায়ামেব উপলভ্যতে । রামায়ণকালে মহাভারতকালে চ সংস্কৃতভাষৈব লোকব্যবহারোপযোগিনী ভাষা অভূতিতি পাশ্চাত্যৈরপি নির্বিবাদং স্বীক্রিয়তে । ম্যাক্ডোনল্-কীথ্-বিন্টারনীজ্-ডায়সন্-প্রভৃতয়ঃ পাশ্চাত্যবিদ্বাংসোঽপি ন কেবলং পুরাকালে এব অপিতু অদ্যাবধি সংস্কৃতভাষায়াঃ সজীবত্বং সাধয়ন্তি ।

বিশ্বস্য প্রাচীনতমায়াঃ সংস্কৃতেঃ সভ্যতায়াশ্চ যথার্থজ্ঞানায় একমেব সাধনং সংস্কৃতম্ । বিশ্বসংস্কৃতেঃ আধারশিলা সংস্কৃতবাঙ্ময়ে প্রাপ্যতে । সংস্কৃতে জ্ঞান–বিজ্ঞান-কলা-সংস্কৃতি-ধর্ম-দর্শনার্থশাস্ত্র–ব্যাকরণ-কাব্যশাস্ত্রায়ুর্বেদাদি যথা সুবিপুলং প্রাচীনং বাঙ্ময়ং বিদ্যতে ন তাবৎ অন্যত্র কস্যামপি ভাষায়াম্ । মানবজাতিবিকাশাধ্যয়নার্থং মূলস্রোতস্ত্বেন ভারতীয়ং বাঙ্ময়ং গ্রীক্-সাহিত্যাপেক্ষয়া গুরুত্বমাবহতি । ধর্মদর্শনয়োঃ ক্ষেত্রে সংস্কৃতস্যোৎকর্ষপ্রকর্ষঃ সর্বাতিশায়ী অধ্যাত্মশাস্ত্রানুশীলনায় কাব্যতত্ত্বজ্ঞানায় নীতিতত্ত্বাববোধায় আচারশিক্ষাসঙ্গ্রহায় সঙ্গীতনৃত্যাভিনয়াদিকলানাং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মজ্ঞানায় সংস্কৃতবাঙ্ময়মেব একং শরণম্ ।

ন কেবলমিয়ং ভাষা জ্ঞানবিজ্ঞানাকররূপিণী অপিতু প্রতিপদং মাধুর্যামৃতস্যন্দনী । কালিদাস-মাঘ-শ্রীহর্ষ-জয়দেবাদীনাং কাব্যানি প্রতিপদং মাধুর্যোপেতানি সঙ্গীতাত্মকানি লালিত্যললিতানি চ সন্তি ।

*** *** ***

‘Beauty lies in the eyes of the beholder’

প্রো০ সাবেরী রক্ষিতঃ

উক্তিরিয়ং যথার্থা । সা খলু মে দৃষ্টিঃ, যয়া কৃষ্ণমেঘেষু শ্যামসাদৃশ্যং প্রতিভায়তে, বারিপতনেষু মেঘাক্ষিনীরং দৃশ্যতে । দৃষ্টিশ্চেৎ প্রসারিতা তর্হি অখিলং ভুবনমপি উদারতয়া এব প্রতিভাতি । দৃষ্টিশ্চেৎ সঙ্কীর্ণা জায়তে তর্হি পরিপার্শ্বস্থাঃ সর্বে এব সঙ্কীর্ণতয়া প্রতিভান্তি । অতঃ কথং তবায়ং নিন্দুকঃ ? করোনাকালে চতুর্দিশি ত্রাহিরবং বিকীরতি । বন্দিদশা অস্মাকং জনজীবনং স্তব্ধপ্রায়মকরোৎ । স্বাভাবিকী জীবনযাত্রাপি ব্যাহতা অভবৎ । কিন্তু কিমস্মাকং প্রশ্বাসঃ নিরুদ্ধঃ সঞ্জাতঃ ? কিং বয়ং সকলকর্মগতিং বিহায় অতিমারীভয়েন প্রকম্পিতাঃ সন্তঃ গৃহরুদ্ধাঃ জাতাঃ ? নোদেতি সূর্যঃ ? চন্দ্রঃ নক্ষত্রাঃ কিং নিশাগগনং ন আলোকয়ন্তি ? বাতঃ কিং ন প্রবহতি ? আপতিতে আপৎকালে প্রাথমিকীং বিমূঢ়তামতিক্রম্য শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যক্ষেত্রে সর্বত্র বিকল্পবা ব্যবস্থাপি আরভ্যতে । ছাত্রশিক্ষকয়োঃ সম্মুখপঠনপাঠনং নিরুদ্ধমধুনা, কিন্তু শিক্ষাধারা ন স্তব্ধতাং গচ্ছতি । আন্তর্জালিকমাধ্যমেন যেন কেনাপি প্রকারেণ পাঠক্রমং সচলং ক্রন্তুকামাঃ সর্বে বয়ং চেষ্টামহে । অপি চ আধুনিকে অতিদ্রুতসময়ে পরিবারসদস্যাঃ স্বে স্বে কর্মণি নিতরাং নিরতাঃ সন্তঃ যদা পরস্পরেণ সহ বাক্যালাপস্য সময়ং ন আপ্নুবন্তি, তদা আপৎরূপেণ আপতিতে অপি অস্মিন্ লক্ডাউনে তে পরস্পরেষাং সুখদুঃখাদিকং নিশম্য নিশাম্য চ পারস্পরিকং সম্পর্কমুষ্ণং সজীবং চ কর্তুং শক্নুবন্তি । তর্হি ‘করোনা অভিশাপঃ – বয়ং সর্বে বিনাশং গচ্ছামঃ’ কেবলমিত্যেবংবিধয়া হতাশয়া কুচিন্তয়া জর্জরিতাঃ ন সন্তঃ, অস্য আপৎকালস্য বিরুদ্ধে ইতিবাচকদৃষ্ট্যা সম্মিলিতক্রমেণ সুরক্ষাবিধিমনুসৃত্য প্রতিরোধং রচয়ামঃ, স্বস্থং ভবামঃ স্বস্থং রক্ষামঃ ইতি অঙ্গীকারঃ গ্রহণীয়ঃ শুভাবসরস্য প্রতীক্ষা চ করণীয়া অধুনা ।

*** *** ***

ঋগ্বেদস্য দেবীসূক্তম্

প্রো সঙ্ঘমিত্রা মুখর্জী

ঋগ্বেদস্য দশমে মণ্ডলে বর্ততে আর্ষেচং দেবীসূক্তম্ । অম্ভৃণস্য মহর্ষেঃ দুহিতা বাঙনাম্নী ব্রহ্ম বিদুষী । সা এব অস্য সূক্তস্য ঋষিঃ । সা হি বিশ্বপ্রপঞ্চস্য কর্ত্রীস্বরূপা । 'অহম্' ইতি পদপ্রয়োগেণ আত্মস্তুতিমূলকং সূক্তমিদমাধ্যাত্মিকসূক্তমিতি সুবিদিতম্ । সচ্চিৎসুখাত্মকঃ সর্বগতঃ পরমাত্মা হি সূক্তস্য দেবতা ।

দার্শনিকতত্ত্বসমৃদ্ধং সূক্তমিদং ঋগ্বৈদিকযুগে নারীণাং প্রাজ্ঞমনীষাং সমুদ্ঘোষয়তি । বৈদিকনারী খলু ব্রহ্মবাদিনী আসীৎ । ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্না সা বাগ্দেবী ভবতি সর্বস্য জগতঃ আধারভূতা । তস্যা মহিমা অপারঃ । সা রুদ্র-বসু-আদিত্যৈঃ বিশ্বদেবৈঃ চ সার্ধং বিচরতি । পার্থিবং বস্তু সকলং বাগ্দেব্যাঃ অধীনমস্তি । ব্রহ্মবিদুষী বাক্ হি দেবানাং ধারকা । পরমাত্মনা সহ তাদাত্ম্যমনুভবন্তী সা ত্বষ্টারং পূষণং ভগং চ ধারয়তি । হবিষ্মতে য়জমানায় সা দ্রবিণং দদাতি । সা উদ্ঘোষয়তি য়ৎ 'অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাম্' ইতি । অস্মাকং রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক ইতি নামকস্য রাষ্ট্রিয়সঞ্চয়ভাণ্ডারস্য মূলমন্ত্রং ভবতি । দেবাঃ অপি বাগ্দেব্যাঃ স্তুতিং কুর্বন্তি । চিকিতুষী বাগ্দেবী হি য়জ্ঞার্হাণাং মুখ্যা ভবতি ।

যঃ এব পশ্যতি, যঃ এব শৃণোতি চ যঃ অন্নমত্তি চ – সর্বে জনাঃ বাগ্দেব্যাঃ কৃপয়া হি তদেব কার্যং কর্তুং সমর্থাঃ ভবন্তি । বাগ্দেবী হি আত্মনঃ ইচ্ছয়া পুরুষং ব্রহ্মাণং ঋষিং তথা সুমেধাং করোতি । সমগ্রং জগৎ তয়া পরিব্যাপ্তং, সা হি ভবতি জগৎকারণস্বরূপা । অস্য পরমাত্মনো মূর্দ্ধি সমুদ্রে বাগ্দেব্যাঃ উৎপত্তিঃ । তস্মিন্ অপ্সু ব্যাপনমীডাসু ধীবৃত্তিষু মধ্যে যদ্ ব্রহ্মচৈতন্যং তদেব হি তস্যাঃ কারণম্ । আকাশে, অন্তরীক্ষে তথা স্থলে চ জলে চ অদ্বৈতস্বরূপা বাগ্দেবী ঋগ্বৈদিকানাং দেবীষূ অন্যতমা । সূক্তস্য অন্তিমে মন্ত্রে বাগ্দেব্যা অঙ্গীক্রিয়তে যৎ –

'অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা ।

পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিনা সংবভূব ।।' ইতি

*** *** ***

জননী কালী

স্বামী বিবেকানন্দঃ

(১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দস্য সিতম্বরমাসে স্বামী শ্রীনগরং শিকারায়ানেন একাকী ভ্রমন্ আসীৎ । তত্র একদা গভীরধ্যানাবস্থায়াং সঃ ইমাং কবিতাং লিখিতবান্ । লেখনান্তে তস্য ভাবসমাধিঃ ।)

বিনষ্টাস্তারকাস্সন্তি, জলধরা মেঘাবৃতাঃ,
স্ফুরণং মুখরং ধ্বান্তং, ঘোষঘূর্ণনমারুতে
নিয়ুতমত্তজীবা বৈ – সদ্যঃ কারাগৃহমুক্তাঃ –
তরুমূলানি সম্পীড্য, সর্বমার্গং তু মার্জন্তঃ,
অর্ণবস্তু কলিয়ুক্তো, নগভঙ্গাঃ সমুত্থিতাঃ ।
সূচিভেদ্যনভঃ প্রাপ্তুং – মলিনতা ক্ষণদ্যুতেঃ ।।
প্রকাশয়তি সর্বত্র ছায়াঃ কিল সহস্রশঃ ।
কলুষাসিতনাশস্য – কিরতোঽরিষ্টদুঃখঞ্চ,
নৃত্যতো হর্ষমত্তেন; মাতরেহি ত্বমাব্রজ !
য়তস্ত্রাসো ভবন্নাম ! মরণং তু তবাসবঃ,
প্রত্যেকঞ্চ চলৎপদং নাশয়তি বিশ্বং সদা,
সর্বহন্ত্রী সময়স্তুং ! মাতরেহি ত্বমাব্রজ !
কস্তু বিপদেস্নহং কুর্যাদালিঙ্গতি চ সংস্থিতিং,
নৃত্যত্যুদ্দলনলাস্যে, আব্রজতি তু তমাম্বা ।।

LATESTLY
विश्व
संस्कृत दिवस
२०२१